দৈনিক ইত্তেফাক

102

তারিখ ... 01 NOV 1988 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 3 ...

পথে প্রান্তরে

পথচারী

ঢাকার মহাখালীর চারটি মেয়ে আমাদের কাছে একটি পত্র পাঠিয়েছে। পত্রটির উপজীব্য বিষয় মহাখালী এলাকার শান্তি-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি। মেয়ে চারটি কলেজে পড়ে। কিন্তু এলাকার মাস্তান বলে কথিত অপরাধপ্রবণ একশ্রেণীর তরুণের দৌরাত্ম্য এত বেশী যে, স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছাত্রীরা ভয়ে রাস্তা চলতে পারে না। সারাক্ষণ উত্যক্ত হওয়ার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। আমি এখানে পত্রটির অংশ-বিশেষ তুলে দিচ্ছি: 'আমরা পত্র-পত্রিকায় প্রায়ই দেখতে পাই, বিভিন্ন এলাকা থেকে বিপুলসংখ্যক মাস্তান ধরা পড়েছে। কিন্তু আমরা দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, আমাদের মহাখালী এলাকা থেকে প্রকৃত মাস্তান এক-জনও ধরা পড়েনি। আমাদের মহাখালীতে কয়েকজন মাস্তান রয়েছে যারা দিনের বেলা নেশা করে রাস্তাঘাটে মেয়েদের উত্যক্ত করে। শুধু তাই নয়, শান্ত-নিরীহ ছেলেরা পর্যন্ত তাদের হাত থেকে রেহাই পায় না, প্রায়ই তাদের মার-ধরের শিকার হয়। তারা বাজারের দোকানদারদের কাছ থেকে জোর-পূর্বক চাঁদা আদায় করে তা দিয়ে নেশা করে। যখন-তখন রামদা, চাকু, ছুরি নিয়ে এলাকায় মারামারি করে।

তারা আরো লিখেছে, আমরা এলাকার দরিদ্র পরিবারের মেয়ে। মাস্তানদের ভয়েই আমরা ঠিক-মত কলেজে যেতে পারছি না। থানা ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, তাঁরা যেন মহাখালীর শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মেয়ে চারটির বিশ্বাস, তাদের পত্রটি ইত্তেফাকে প্রকাশিত হলেই থানা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ তৎপর হবেন এবং মহাখালীর রাস্তাঘাট দিয়ে যাতে তারা নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে তার স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তাদের ধারণা কতটুকু সত্য তা বলতে পারবো না। তবে রাজধানী ও রাজধানীর বাইরের বহু এলাকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির সংবাদ প্রায়শঃ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায় ছাপা হয়। কিন্তু তার কতটির প্রতিকার হয় সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

গত আগষ্ট মাস থেকে রাজধানীতে মাস্তান ধরা অভিযান শুরু হয়েছে। তখন প্রতিদিন পত্রিকার পাতায় দেখা যেত মাস্তান পাকড়াও করার সংবাদ। সেপ্টেম্বর মাসে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফ থেকে ধৃত মাস্তানদের যে হিসাব প্রকাশ করা হয়েছিল, তাতে মাস্তানদের সংখ্যা দু'হাজার অতিক্রম করে যায়। অবশ্য সাথে সাথে কিছু মাস্তান ছেড়েও দেয়া হয়। এ সময়ে বলা হয়েছিল, জেলা-উপজেলা পর্যায়েও মাস্তান ধরা হবে। তাদের তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। মফস্বলে এ কাজটি হয়েছে কি-না, হয়ে থাকলে কি পর্যায়ে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে কথিত মাস্তানদের সংখ্যা ও উৎপাত যে মফস্বলেও নিতান্ত কম নয়, তা বলাই বাহুল্য। এ প্রসঙ্গে ঝিনাইদহের একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। ঝিনাইদহের কালিগঞ্জে মাস্তানদের উৎপাত এত অসহনীয় হয়ে পড়ে যে, সেপ্টেম্বরের প্রথম-দিকে এই মাস্তানদের বিরুদ্ধে ২২টি গ্রামের লোক একত্রিত হয় এবং লাঠি, ঢাল, ফালা, তীরসহ 'লাল' নামে কথিত মাস্তানদের নেতার গ্রাম পাইকপাড়া অভিমুখে অগ্রসর হয়। থানার পুলিশ এই ১০/১২ হাজার লোকের অগ্রযাত্রা বাধা দানে ব্যর্থ হয়। এসময় নাকি জেলা প্রশাসক এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনিই এই জণ-প্রতিরোধ বাহিনীর অগ্রযাত্রা নিবৃত্ত করেন। বিশেষ করে দুর্বৃত্তদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়ায় তাঁরা ফিরে যান।

বস্তুতঃ মাস্তান বা তরুণ অপ-রাধীদের প্রকাশ্য ও বেপরোয়া তৎপরতা নেই এমন এলাকা দেশের কোথাও বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয়, হল, ছাত্রাবাসগুলো অনেক পূর্বেই মাস্তান বলে কথিত তরুণ অপরাধীদের আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। ঢাকা ও ঢাকার বাই-রের বহু ছাত্রাবাসের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে মাস্তানরা প্রকৃত ছাত্রদের রুম থেকে বের করে দিয়ে সেখানে মদসহ বিভিন্ন নেশার আসর বসায়। জোর করে অথবা টাকার বিনিময়ে মেয়েদের নিয়ে কেলেঙ্কারি করে। ভিসিআর-এ অশ্লীল ছবি দেখে। বলা বাহুল্য সংখ্যায় এরা কম হলেও এদের দৌরাত্ম্যে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বলতে গেলে দোজখে পরিণত হয়েছে এবং প্রকৃত ছাত্রছাত্রীরা এই পরিস্থিতির অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হওয়ার পথে। অন্যদিকে মাস্তানদের সংখ্যা যত বাড়ছে দেশে ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা খুবই স্বাভাবিক। এদের প্রতিদিনের যে ব্যয় তা নির্বাহের কোন স্বাভাবিক পথ নেই। অধিকাংশের বাবা-মা-ই নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত। বর্তমান বাজারে সংসার চালানোই যেখানে কঠিন, সেখানে বখে যাওয়া সন্তানের পিছনে টাকা ঢালবে কি করে এবং ঢাললেইবা তার পরিমাণ কত! সুতরাং এই শ্রেণীর তরুণের অর্থ সংগ্রহের একটিমাত্র পথ উন্মুক্ত—তা হল অস্ত্র কিংবা পেশীশক্তি প্রদর্শনপূর্বক চাঁদা আদায়, ছিনতাই, ডাকাতি ইত্যাদি।

বস্তুতঃ মাস্তান বলে কথিত এই বিপথগামী, অপরাধপ্রবণ তরুণদের সংখ্যা সারাদেশে মারাত্মক হারে বেড়ে গেছে পরিসংখ্যানের আশ্রয় না নিয়েও তা বলা যায়। এদের উপর কারো কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। পুলিশদের নিয়ন্ত্রণও অনেকটা সীমিত। তারা অনেকটা এদের এড়িয়েই যাচ্ছেন। অর্থাৎ এদের অপরাধ তৎপরতা চালানোর বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠছে না। কেন তাদের এ ভূমিকা? আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী সদস্যদের সংখ্যা ও সামর্থ্যের অভাব, নাকি পুলিশের একটি অংশের অপরাধীদের সাথে যেমন যোগসাজশ থাকে, এদের সাথেও তাদের রয়েছে সমঝোতা! তা না হলে অভিযোগের পরও প্রকৃত অপরাধী, মাস্তানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয় না কেন? বলার অপেক্ষা রাখে না, ঢাকা শহরে চাঁদা আদায়কারী দুর্বৃত্তদের তৎ-পরতা বহু পূর্বে শুরু হয়েছিল। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি, তা করা হলে ঢাকা শহরে অবৈধ চাঁদা আদায়-কারী, দুর্বৃত্ত, ছিনতাইকারীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেত না এবং পাইকারী-ভাবে মাস্তান ধরার অভিযান চালানোর প্রয়োজনও হত না।

তবে এখন সারাদেশে অপ-রাধমূলক ঘটনা এবং দুর্বৃত্ত ও মাস্তানদের সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে সনাতন দৃষ্টি-কোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করলে এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, এখন যারা মাস্তান বা অপরাধপ্রবণ তরুণ, তারা এক-দুই দিনে তা হয়নি। অনেক বছরের পরিবেশ-পরি-স্থিতিই তাদের এ পর্যায়ে এনে দিয়েছে। তাদের মাস্তান, জোর-পূর্বক চাঁদা আদায়কারী, ছিনতাই-কারী বা ডাকাত হবার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে বড় কারণটি হচ্ছে সরকার, প্রশাসন, রাজনীতি-বিদ ও অভিভাবকদের অদূরদর্শী চিন্তাভাবনা ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা। উল্লেখ অনাবশ্যক যে, কথিত মাস্তানী তৎপরতার শুরু বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় যেদিন শিক্ষার পীঠস্থান হওয়ার বদলে অস্ত্রধারী তরুণদের আড্ডা-স্থল হল সেদিন থেকে দেশে মাস্তা-নির আবির্ভাব ঘটলো। এখন বিরোধী রাজনীতিবিদরাও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অস্ত্র ও মাস্তানমুক্ত করার কথা বলছেন। কিন্তু বড় বিলম্বে বলছেন। ইতিমধ্যে মাস্তানদের হাত তাদের স্পর্শ করেছে। তাদের অনেক সন্তানও 'বখে' গেছে। বিভ্রান্ত হয়ে অপরাধীর খাতায় নাম লিখিয়েছে।

বলতে দ্বিধা নেই, রাজনীতির নামে এক ধরনের বিনাশী তৎপরতা পুলিশ বিভাগসহ বহু রাষ্ট্রীয় ইনষ্টি-টিউশন ধ্বংস করে দিয়েছে। পুলিশের কথায়ই আসা যাক। পুলি-শকে এখন আর কেউ মানে না। শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ট্রাফিক পুলিশের। কিন্তু তারা আইন প্রয়োগ করতে গেলে তা যে কেবল অস্বীকৃত হয় তাই নয়, ট্রাফিক পুলিশের উপর কয়েক-বার চড়াও হতে আমি নিজে দেখেছি রিক্সাওয়ালা ও গা[...]দের। পুলিশের অবস্থা [...] কিছু নয়। স্বীকার করি, [...] একটি অংশ দুর্নীতিপরায়ণ। কিন্তু তাই বলে এই রাষ্ট্রীয় ইনষ্টিটিউ-শানটি এভাবে ধ্বংস করে দিলে তারা অপরাধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে কিভাবে? এখন অপরাধ দমনে যখন পুলিশের সহায়তা কামনা করা হয় তখন অবস্থাটা দাঁড়ায় উপরে থুতু ফেলার পরবর্তী অবস্থার মত।

প্রথমেই বলেছি, মাস্তান তরুণরা দীর্ঘদিনের পরিস্থিতি ও পরিবেশের শিকার হয়ে এখন মাস্তান হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে তরুণদের মধ্যে যারা অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে তাদের সংশোধনী স্কুলে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সেখানে তাদের থাকা-খাওয়ার যেমন উন্নত ব্যবস্থা থাকে, তেমনি যে সমস্ত কারণে তরুণেরা অপরাধপ্রবণ হয়ে পড়ে সে সব কারণ (তা সে বৈষয়িক হোক অথবা মানসিক হোক) দূর করার সকল ব্যবস্থা থাকে। আর আমাদের দেশে যে শিশুটি খেয়ে-পরে স্কুলে যাবে, মাঠে খেলবে তার খাওয়া-পরার ব্যবস্থা কোথায়? আছে কি তার শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা, খেলার মাঠ? এমনিতে বাড়ীতে অর্ধভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়। তার উপর স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সঠিক শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা নেই, নেই শিক্ষার পরিবেশ, স্কুলে লেখা-পড়া শেখানো হয় না। পরীক্ষার নামে চলে নকলবাজি। ছাত্র-ছাত্রীরা অশিক্ষিত থেকে যায়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস হয় না। পরীক্ষা পিছিয়ে সেশন জট নামে নতুন শব্দের সৃষ্টি করা হয়। ছাত্র জীবনের সময় বেড়ে যাওয়ায় অভিভাবকদের তহবিল ফুরিয়ে যায়। টাকা আসা বন্ধ হয়। সর-কার চাকুরীর কিংবা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন না। অপরদিকে দেশে বহুবিধ প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসীসামগ্রী দেদার সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় তরুণদের অর্থ চাহিদা বেড়ে চলে। অবস্থা যখন এই, তখন তরুণদের কি আদর্শিক আপ্তবাক্য দিয়ে আট-কানো যাবে? যাচ্ছে না বলেই তারা এখন অপরাধী, মাস্তান, অস্ত্র ও জৈবিক শক্তি দ্বারা তারা চালিত।

এদের এখনো ঠেকানো সম্ভব। দেশের প্রয়োজনে ভবিষ্যৎ বংশধরদের ফেরানো প্রয়োজন। এদের ফেরানো সম্ভব বলছি এ জন্য যে, এরা উপরে যতটা নষ্ট বলে মনে হয় ভেতরে অতটা নষ্ট হয়ে যায়নি। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে বিগত বন্যায় তাদের অকুতোভয়, নিরলস সেবাকার্যক্রমে। আসলে তাদের সামনে কোন আদর্শ নেই। আদর্শস্থানীয় কোন ব্যক্তিও নেই—যার দ্বারা তারা প্রভাবিত হবে। তারপর আবার তাদের চারদিকের সব দরজা বন্ধ। পেটের অন্ন নেই, পড়ার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই, খেলার মাঠ নেই, সর্বোপরি কাজ করে যে জীবন চালাবে সে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাও নেই। তা হলে এরা যাবে কোথায়। এ প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?